সূচিপত্র

- বিজ্ঞানের যুবরাজ ইবনে সীনা ॥ ৫
- বিজ্ঞানী ও কবি ওমর ইবনুল খৈয়াম ॥ ১৭
- ইবনে নাফিস : ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতির আবিষ্কারক ॥ ২২
- দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আল ফারাবী ॥ ২৯
- হাসান ইবনুল হাইছাম : ফটোগ্রাফীর জনক ॥ ৩৩
- বিজ্ঞান জগতে ইবনে যুহর পরিবার ॥ ৩৯
- ইবনে খালদুন : সমাজ বিজ্ঞানের জনক ॥ ৪৪
- মূসা আল খারিজমী : বীজগণিতের জনক ॥ ৪৯
- গণিতবিদ আবু রায়হান আল বিরুনী ॥ ৫৬
- দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আল কিন্দি ॥ ৬১
- মনীষী ও বিজ্ঞানী ইবনে রুশ্‌দ ॥ ৬৫
- দার্শনিক ও যুক্তিবিদ মুহাম্মদ আল গাযালী ॥ ৬৮
- রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ॥ ৭৯
- চিকিৎসাবিদ আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাজী ॥ ৮৬
- চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল কাসেম খালাফ আজ্জাহরাবী ॥ ৮৯
- বাঙালী চিকিৎসাবিদ মুহাম্মদ আল মাহাদী বিন আলী আল হিন্দ সুনপুরী ॥ ৯২
- উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনুল বায়তার ॥ ৯৪
- উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনে জুলজুল ॥ ৯৫

বিজ্ঞানের যুবরাজ ইবনে সীনা

ইবনে সীনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি নক্ষত্রোজ্জ্বল নাম। আরব সভ্যতার খ্যাতিমান, মৌলিক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের নাম আসলে প্রথমেই তাকে স্মরণ করা হয়। পাশ্চাত্য দুনিয়াও তার মনীষা অবদানে প্রণত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার বই পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অবশ্য পাঠ্য ছিলো। ইবনে সীনার মনীষী দ্যুতি হারিয়ে যায়নি আজও।

সংক্ষিপ্ত জীবনকাল

আবু আলী হোসাইন আবদুল্লাহ ইবনে সীনা ৯৮০ ঈসায়ী সনের আগস্ট মাসে বুখারার 'আফসানা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ৬ বছর বয়সে তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং ১০ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। এর মধ্যে তিনি আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করে ফেলেন। তৎপর বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট হতে ইসলামী, ফিকাহ্ ও কালাম শিক্ষা করেন। তিনি আবদুল্লাহ নাতিলীর নিকট দর্শন, জ্যামিতি এবং জ্যোতিষ বিজ্ঞানে দীক্ষা লাভ করেন এবং আপন প্রতিভাবলে এসব বিষয়ে তিনি তার শিক্ষককে ছাড়িয়ে যান। ঠিক এ সময়ে তিনি পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণা ও অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন।

কথিত আছে, যখন চিকিৎসা বিদ্যার অস্তিত্ব ছিলো না তখন হিপোক্রিটাস তা সৃষ্টি করেন; যখন তা ধ্বংস হয়ে যায় তখন গ্যালন এটাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। যখন এটা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আল রাজী এটাকে সুসংঘবদ্ধ করেন; আর তা ছিলো অসম্পূর্ণ কিন্তু ইবনে সীনা এসেই তাকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেন।

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ইবনে সীনা রাত-দিন অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন। নিদ্রা যাতে জ্ঞানার্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তিনি নিদ্রা প্রতিরোধকারী এক রকম পানীয় পান করতেন। তন্দ্রা এবং নিদ্রাবস্থায়ও তার

মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হত, এমনকি কোনো কোনো জিজ্ঞাসার সমাধান তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত হতেন।

ইবনে সীনা ইসমাঈলীয় প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাদের কাছে গ্রীক দর্শন, জ্যামিতি ও গণিত শাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে লিখিত সকল গ্রন্থের পাঠ তিনি শেষ করেন। এরিস্টটল, ইউক্লিড এবং টলেমীর গ্রন্থাবলীর সাথে তিনি পরিচিত হন। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন তিনি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তার খ্যাতি এতই ছড়িয়ে পড়ে যে, সামানীয় সুলতান আরোগ্য লাভ করলে তিনি তাকে তার ইচ্ছা মাফিক যে কোনো কিছু দেবার ঘোষণা দেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু ইবনে সীনা বাদশাহের নিকট লোভনীয় কোন কিছু না চেয়ে কেবল তার রাজকীয় মূল্যবান লাইব্রেরিতে অধ্যয়নের অনুমতি চান। সুলতান ইবনে সীনাকে তাঁর অভিপ্রায় মুতাবিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। এতে তিনি এতই প্রীত হন যে, খাওয়া-দাওয়া নিদ্রা পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা, অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং বোধশক্তির মাধ্যমে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তার এ অবস্থা বেশি দিন যেতে না যেতে ২০ বছর বয়সে তার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এর কিছুদিন পর সুলতান নূহের মৃত্যুতে। কারণ শাসনকর্তার মৃত্যুতে বুখারায় রাজনৈতিক গোলযোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি বুখারা ত্যাগ করেন।

১০০১ ঈসায়ী সনে ইবনে সীনা খারিজম পৌছেন। সেখানে আলী বিন মামুনের দরবারে আল বিরুনী, আল ইরাকী, আবুল খায়ের প্রমুখ পণ্ডিত ও সূফীদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি ইরাকে রওনা হন। কিন্তু এখানেও বেশিদিন অবস্থান করতে না পেরে ১০০৯ ঈসায়ী সনে জুরজানে গমন করেন। এখানে এসে তিনি আরেক সঙ্কটের কবলে পড়লেন। ১০১৫ ঈসায়ী সনে জুরজান হতে 'রায়' এ যাত্রাকালে 'দায়লাম-এ-বুয়াহ' রাজত্বের অবসানে যে সকল ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তিনি সেসব অঞ্চলসমূহে এক সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হন। এ সময় তিনি কখনো মন্ত্রী, কখনো চিকিৎসক, কখনো দার্শনিক এবং কখনো বা উপদেষ্টার

কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১০২২ ঈসায়ী সনের শুরুতে তিনি বুয়াইদ আমীর আজাদুদ্দৌলার পৃষ্ঠপোষকতায় বাস করতেন। আমীর ছিলেন একজন জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি। তিনি ইবনে সীনাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন।

আমীরের কাছে থাকাকালে ইবনে সীনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ক্রমাগত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লে ইস্পাহানে গমন করেন। এখানে তিনি কিছুকাল ভালো থাকলেও পুনরায় হামাদান যাত্রা করেন। এখানে এসে তিনি তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হন। ফলে এ মহান বিজ্ঞানী ৪ রমাযান ৪২৮ হিজরী মুতাবিক, ১০৩৭ ঈসায়ী সনের জুন মাসে ইন্তেকাল করেন। হামাদানে এখনও তার কবর বিদ্যমান আছে।

ইবনে সীনা ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। ল্যাটিনে Avicenna এবং হিব্রু ভাষায় Aven Sina নামে পরিচিত। সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী, দার্শনিক, চিকিৎসক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ, ভাষাবিদ, জ্যামিতি, শিল্পকলা, ধর্মতত্ত্ব, সঙ্গীত এবং কাব্যের উপর তার ছিলো অগাধ পাণ্ডিত্য। এ সকল শাখার উপর তিনি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে সীনার রচনাবলী

দু'টি ফার্সীতে রচিত গ্রন্থ ব্যতীত তার সবগুলো গ্রন্থ আরবীতে রচিত। পদ্যেও তার কিছু রচনাবলী আছে। তিনি ১২৫টি, কারো মতে ১৮০টি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে সীনার রচিত কতগুলো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. কিতাব আশ্ শিফা : দর্শনের উপর একটি বৃহৎ বিশ্বকোষ। ১৮ খণ্ডে বিভক্ত এ রচনাটি তার অল্প বয়সের রচনা হলেও নিতান্ত বিশাল প্রকৃতির। মধ্যযুগের ইউরোপে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতো। মুসলিম বিশ্বে এটি এখনও একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ১৩০৩ হিজরীতে তেহরানের লিথো প্রেসে এর কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হয়। এর কোনো কোনো খণ্ডের অনুবাদ ল্যাটিন ভাষায়ও আছে। এতে তিনি সমগ্র দর্শন ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র এবং অধিবিদ্যার উপর আলোচনা করেন।

২. আল কানুন ফিত্ তীব : চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত তার বিশ্ব বিশ্রুত গ্রন্থ। চিকিৎসা শাস্ত্রের এই বিশ্বকোষ ইউরোপে Canon of Medicine নামে